জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 11th Dec. 1957 | ২১শ সংখ্যা

২০শে অগ্রহায়ণ ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট

"আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

"উঠ্‌রে চাষী ভারতবাসী ধর কষে লাঙ্গল"

—০—

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম কর্ত্তৃক রচিত এই গান আমরা পরাধীন বাংলায় শাসক ও শোষক ইংরাজ সরকারের নিন্দা করিয়া প্রাণ ভরিয়া গাইতাম। কবির রচনা এমন প্রাণবন্ত যে মৃতের দেহেও যেন শক্তি সঞ্চার করে। গানটি সকলকে শুনাইবার ইচ্ছা হইলেও সবটা যেন আমাদের মনে হয় না। যত দূর স্মরণ হয় তাহা শুনাইতেছি—

উঠ্‌রে চাষী, জগৎবাসী
ধর্‌ কষে লাঙ্গল!
(আমরা) মরতে আছি—
ভাল করেই মরবো এবার চল্‌।
(চাষী ধর্‌ ক'ষে লাঙ্গল)
আমরা ছিলাম পরম সুখে,
ছিলাম দেশের প্রাণ—
(তখন) গলায় গলায় গান ছিল
আর গোলায় গোলায় ধান,
কোথা বা সে গান গেল আর
কোথায় সে কৃষাণ!
মোদের রক্ত জল ক'রে সব
ভরতেছে বোতল।
(চাষী ধর্‌ ক'ষে লাঙ্গল)
(মোদের) উঠান ভরা শস্য ছিল,
হাস্য ভরা দেশ,
বৈশ্য-দেশের দস্যু এসে
লাঞ্ছনার নাই শেষ—
(ওরা) লক্ষ হাতে টানছে মোদের
লক্ষ্মী মায়ের কেশ
মার কাঁদনে নোনা হলো
সাত সাগরের জল
(চাষী ধর্‌ ক'ষে লাঙ্গল)
আমরা মাটির খাঁটি ছেলে
দূর্ব্বাদল শ্যাম—
মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন
রাবণ-অরি রাম—
হালের ফলায় শস্য ওঠে
সীতা তারই নাম—
সেই সীতারে হরছে রাবণ
সেই মাঠের ফসল।
(চাষী ধর্‌ ক'ষে লাঙ্গল)
চারদিক হ'তে ধনিক বণিক
শোষণকারীর জাত,
দুই হাতে সব লুটছে মোদের
রাঁধা থালার ভাত—
মোদের কোলের ছেলে মরছে কোলে
নাইকো মোদের হাত—
সতী মায়ের বসন কেড়ে
খেলছে খেলা খল—
(চাষী ধর্‌ ক'ষে লাঙ্গল)
সব গিয়েছে, তবে চাষা
কিসের এত ভয়—
(মোদের) ক্ষুধার জোরেই করবো এদের
সুধার জগৎ জয়—
বিশ্বগ্রাসী দস্যু রাজার
হয়ে করবো লয়—
দেখবে এবার সভ্য জগৎ
চাষার কত বল—
(চাষী ধর্‌ ক'ষে লাঙ্গল)

আমাদের যারা পরাধীন ক'রে শোষণ করতো তাদের বিরুদ্ধে রচিত এই গান। আজ যারা আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে বলে স্পর্দ্ধার সহিত টেকসই করার জন্য টেক্সই আদায় করিবার সন্ধান খোঁজে, আজ তাদের উচ্চাসনে নীচু হইতে থুথু দিতে গেলে আমাদের গা-মুখ-মাথা সব নিষ্ঠীবনে ভর্ত্তি হ'য়ে যাবে।

ইংরাজের হাত হ'তে দেশ নেবার সময় কত টাকা নগদ পেয়েছিল আমাদের এই ভাগ্যবিধাতারা তা তারাই জানে। আমাদের উন্নত করার জন্য কতক-গুলি কাল্‌চার্‌ড্‌ ভালচার্‌কে সব সমর্পণ ক'রে দিয়ে সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাপ বরাপের ভিটে বাঁধা দিয়ে যাত্রার দল করার মত উন্নতি করাই চাই—এই জিদ যাদের মজ্জায় মজ্জায় ক্রিয়া করিতেছে, তারা সমর ক্ষেত্রে **সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ** করিতে রাজি নন বলিয়া মনে হয়।

আমরা তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিই—স্বাধীন হইতে না হইতে দেয়ালে আর খেয়ালে বাপের আদুরে ছেলের মত মুঠো মুঠো টাকা ব্যয় ক'রে পরের কাছে ঋণী হ'য়ে কি সুখ তাহা বুঝুন।

সকল কাল্‌চারের বড় কাল্‌চার যে এগ্রিকাল্‌চার তা তোমরা বেশ জান। যাহাকে আমরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করি সেই কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম স্বয়ং কৃষি কার্য্য করিয়া হল চালনার জন্য হলধর নাম গ্রহণ করিয়াছেন। রাজর্ষি জনক স্বহস্তে কৃষি কার্য্য করিতেন। তিনিই সংস্কৃত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নং
অন্নং সর্ব্বার্থ-সাধকং।
দেবা সুরা মনুষ্যাশ্চ
সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ॥
অন্নন্তু ধান্য সম্ভূতং
ধান্যং কৃষ্যা বিনা ন চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য
কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥

অর্থ—অন্নই প্রাণ, অন্নই বল, অন্নই সর্ব্বার্থসাধক। দেবতা, অসুর ও মানুষ সকলেই অন্নোপজীবী। সেই জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়াও কৃষি কার্য্য করা উচিত।

যত রকমের "কালচার" আছে, "এগ্রিকালচার" অর্থাৎ কৃষি কার্য্য যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা সকলেই স্বীকার করিবে।

আমাদের গ্রামের এক নিরক্ষর চাষা তাদের চাষা ব'লে শিক্ষিত লোকেরা ঘৃণা করে বলে একটি গান রচনা করে গাইত—

পাপ না হ'লে
পুণ্যের কি মান্য হতো!
সবাই যদি রাজা হতো,
রাজস্ব বা কে দিতো?

তোমাদের বিচার কি সূক্ষ্ম,
দেখে হয় মনে দুঃখ
দেশের যারা অন্ন দাতা
তারাই সব মূর্খ—
এ সব মূর্খ নইলে পণ্ডিতেরা
পঞ্জিকা চুষে খেতো।

আজ পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় কৃষি কার্য্যের দ্বারা খাদ্যোৎপাদনই দেশ রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

গ্রামরক্ষীদলের কৃতিত্ব

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার রাত্রি আন্দাজ ৯ ঘটিকায় শীতলপাড়া গ্রামের এরফান মল্লিকের জমিতে কতকগুলি ডাকাত অস্ত্রসহ ধান কাটিতে আসে। শীতলপাড়া গ্রামের পাহারারত ভলান্টিয়ার ইহা জানিতে পারিয়া ডাকাতদের বাধা দেয় ফলে ডাকাতদের সঙ্গে ভলান্টিয়ারদের মারামারি হয়। একজন ভলান্টিয়ার ও দুইজন ডাকাত আহত হয়। ফুলসহরী গ্রামের কাঙ্গালী সেখ ও সাবের সেখ নামে আহত ডাকাত দুইজনকে ধান ও অস্ত্রসহ ধরিয়া পুলিশে দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য ডাকাতেরা পলাইয়া গিয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পরলোকগমন

গত ২০শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জের অন্যতম চাউল ব্যবসায়ী ভক্তিভূষণ দে মহাশয় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে চাউল-বিক্রেতা ও গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী, বিধবা পত্নী ও কন্যাদ্বয়কে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিয়া শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

হস্তচালিত তাঁতশিল্প প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য এই শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীদের একটি প্রতিযোগিতা গত বছরের মত এ বছরেও অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-অধিকার, উপযুক্ত প্রতিযোগীকে নগদ টাকা পুরস্কার দেবেন। এই প্রতিযোগিতাকে পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত বিভাগে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হচ্ছে : (ক) হস্তচালিত তাঁতের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নূতন ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবন। (খ) তাঁতে-বোনা সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়। (গ) তাঁতে-বোনা কাপড়ের সর্বোৎকৃষ্ট ছাপা। (ঘ) তাঁতে-বোনা ও ছাপানো কাপড়ে ব্যবহারের জন্য কাগজে আঁকা নক্সা। (ঙ) সর্বাপেক্ষা মিহি সূতোর সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়। (চ) তাঁতে-বোনা আধুনিক রুচিসম্মত নানাপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় কাপড়।

যে সকল শিল্পী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁরা তাঁদের কাজের নমুনা যেন ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর মধ্যে স্ব স্ব জেলার সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারের অফিসে দাখিল করেন।

একজন শিল্পী একাধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। পুরস্কার-প্রাপ্ত দ্রব্যাদি ফেরত দেওয়া হবে না।

বিস্তৃত বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ শিল্প অধিকার-এর অফিস ১নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট "বি" ব্লক, কলিকাতা থেকে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

গ্রন্থাগার দিবস

বন্ধুগণ, ২০শে ডিসেম্বর সমাগত। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এই দিনটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী পাথেয় করে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম জয়যাত্রা সুরু হয়েছিল। বাংলা দেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এই তারিখটির গুরুত্ব অপরিসীম; আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের পথে প্রতি পদক্ষেপে এই জন্মতিথিকে স্মরণ করা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার অনুরাগী বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য। আমরা আশা করি বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও আপনারা যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে ২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" পালন করবেন এবং অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণী পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করবেন।

শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, সম্পাদক,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৩৩নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪

"গ্রন্থাগার-দিবসের খসড়া কর্মসূচী"

নিজ নিজ গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা-বিধান।

গ্রন্থাগারের উপযোগিতার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ। সাধ্যমত স্থানীয় গ্রন্থ-সংগ্রহ প্রদর্শনীর আয়োজন। গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানকল্পে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমাজ-সেবাকর্মীগণের আলোচনা-বৈঠকের আয়োজন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ। প্রতি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় জনসভার আয়োজন। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-আন্দোলনের উন্নতিমূলক অন্যান্য কর্মসূচী পালন।

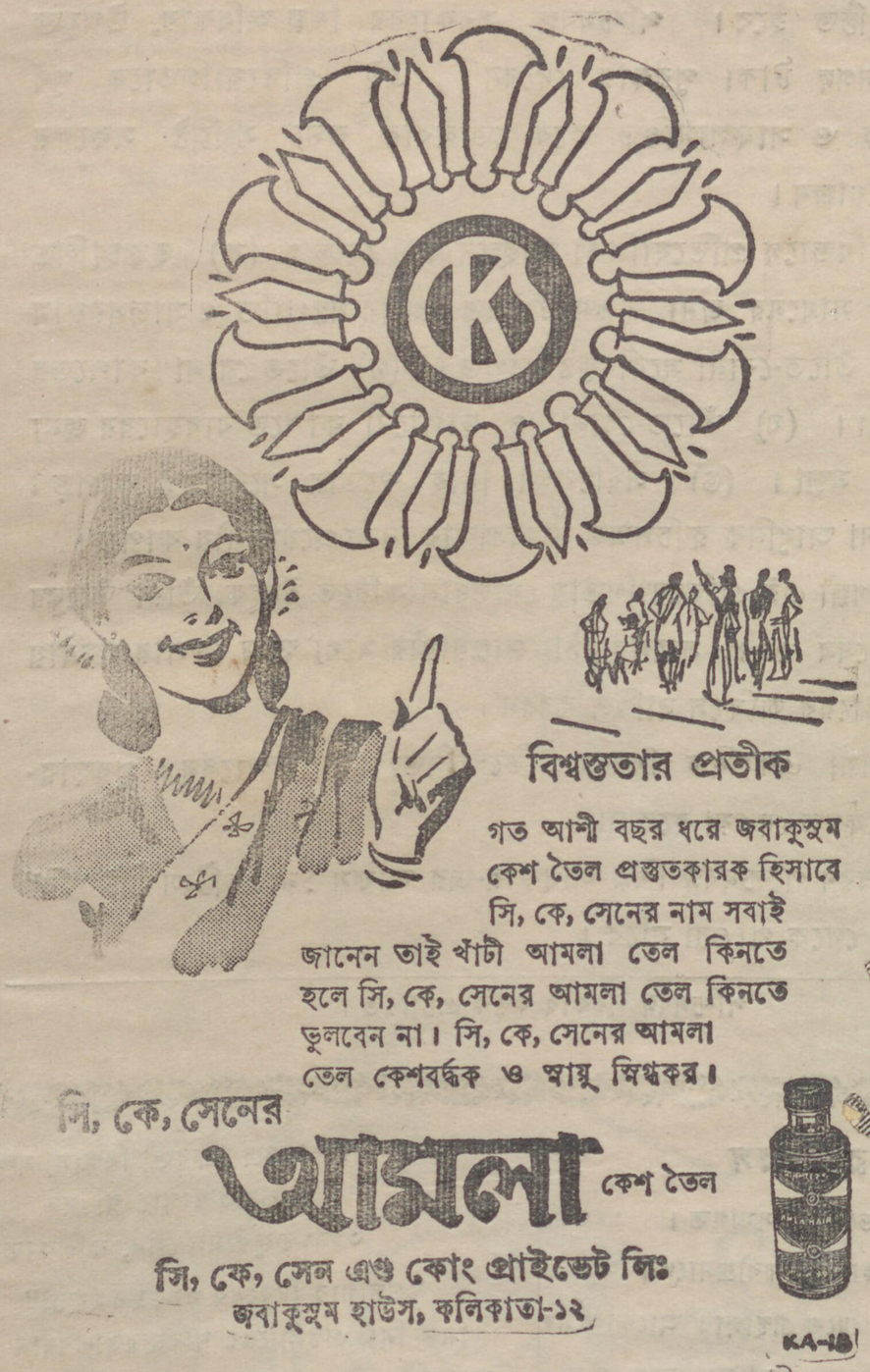

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সুতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্,
সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা,
ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে
সুন্দরভাবে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত